খুশবন্ত সিং

# আই শ্যাল নট ইয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

# ভূমিকা

কাহিনির মূল চরিত্রগুলো শিখদের।

বহু শতাব্দী ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হিসেবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুরু নানক শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু নানকের পর একে একে আরো নয়জন গুরু একই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। যাঁদের মধ্যে সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিং এই উদ্যোগকে শিখদের সামরিক ভ্রাতৃত্বে পরিণত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখরা পাঞ্জাবের শাসনক্ষমতায় আসে। ছয়টি ভয়াবহ যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা শিখদের পরাজিত করে। কিন্তু তাদের বীরত্ব বিজয়ী ব্রিটিশদের প্রশংসা অর্জন করে এবং তারা শিখদের বিপুল সংখ্যায় তাদের বাহিনীতে ভর্তি করে। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তারা ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈনিক।

শিখরা বিশ্বাস করে যে গুরু নানকের চেতনা এক গুরুর নিকট থেকে আরেক গুরুর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। 'গুরু' অথবা 'মহান গুরু' শব্দগুলো যৌথভাবে গুরুদের ক্ষেত্রে, এমনকি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ 'আদি গ্রন্থ' যে মন্দিরে পাঠ ও পূজা করা হয়, তার নাম 'গুরুদুয়ারা'। সচ্ছল শিখদের বাড়িতে একটি কক্ষ পৃথক করে রাখা হয় আদি গ্রন্থের জন্য এবং প্রতিদিন পরিবারের সকল সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়ে একটি বা দুটি শ্লোক পাঠ করে। গুরুদের জন্মদিনে অথবা প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে পুরো পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সমবেত হয়ে নির্বাচিত শ্লোকগুলো পাঠ করে এবং প্রসাদ—ময়দা, চিনি ও মাখনসহযোগে তৈরি প্রায় তরল একধরনের খাবার বিতরণ করা হয়। উপন্যাসে মাসের প্রথম অনুষ্ঠানের উল্লেখ বারবার এসেছে।

শিখরা তাদের চুল ও দাড়ি কখনো ছাঁটে না। তারা নামের শেষে 'সিং' শব্দটি যোগ করে। দুভাবে তারা শুভেচ্ছা জানায়। এক ক্ষেত্রে বলতে হয় 'সত শ্রী আকাল,' যার অর্থ 'ঈশ্বরই সত্য'। আরেক ক্ষেত্রে একজন বলেন, 'ওয়াহ গুরুজি কা খালসা'—অর্থাৎ 'শিখরা ঈশ্বরের পছন্দনীয়', এর উত্তরে আরেকজন বলেন, 'ওয়াহ গুরুজি কি ফতেহ'—অর্থাৎ 'বিজয় আমাদের ঈশ্বরের।'

কিছু কিছু ভারতীয় শব্দ উপন্যাসে চলে এসেছে। 'সাহেব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সম্মানিত কাউকে সম্বোধন করতে। শুধু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বা শ্বেতাঙ্গ মহিলার (মেমসাহেব) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। সকল শিখের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে (সরদার সাহেব) 'জি' শব্দাংশটিও কিছুটা একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'বিবিজি' (গৃহকর্ত্রী) অথবা ভারজি (ভাই)।

'বাস' শব্দের অর্থ যথেষ্ট এবং 'আচ্ছা,' বা 'ঠিক আছে'। 'নমস্তে' শব্দটিও আছে হিন্দুদের শুভেচ্ছা জানানোর রীতি হিসেবে।

# অনুবাদকের কথা

রসিক, বাকপটু এবং সদাপ্রফুল্ল খুশবন্ত সিং শব্দের দৌরাত্ম্যপূর্ণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে দেবতুল্য মর্যাদা অর্জন করেছেন। ভারতে বহুল পঠিত লেখকদের অন্যতম তিনি। লেখক হিসেবে তাঁর সফলতার কারণ হিসেবে সমালোচকেরা মন্তব্য করেন যে, খুশবন্ত সিং পাঠকদের জন্য লেখেন, নিজের জন্য নয়। পাঠকদের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেন। মুদ্রিত পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বের হয়ে আসেন।

'আই শ্যাল নট হিয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল' উপন্যাসটি খুশবন্ত সিং লিখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে ওই সময়ে ভারতে চলমান সন্ত্রাসী তৎপরতার পটভূমিতে। পাঞ্জাবের এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থানের দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসের উপজীব্য। পিতা একজন ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি ব্রিটিশদের জন্য কাজ করেন, আর তার পুত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের নেতা হিসেবে ব্রিটিশ শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন দেখে।

খুশবন্ত সিং নিজেই বলেছেন যে এই উপন্যাসের কাহিনি সংগৃহীত হয়েছে তাঁর নিজের পরিবারের মধ্য থেকেই। তিনি শুধু কাহিনির স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন অমৃতসর শহরকে। তিনি এ উপন্যাসকে তাঁর 'ট্রেন টু পাকিস্তান' উপন্যাসের চেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ বলে বিবেচনা করেন।

খুশবন্ত সিংয়ের ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস 'দিল্লি' অনুবাদ শুরু করার আগে উপন্যাসে বর্ণিত দিল্লির প্রতিটি ঐতিহাসিক সৌধ ও স্থান পরিদর্শন করতে গিয়ে তাঁর বর্ণনার সঙ্গে নিজেকে এতটা সম্পৃক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস অনুবাদে সে সাবলীলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর উপন্যাস 'দ্য কম্পানি অব ওম্যান', 'ট্রেন টু পাকিস্তান', 'বারিয়্যাল অ্যাট সী, 'দ্য সানসেট ক্লাব,' এবং আত্মজীবনী 'ট্রুথ লাভ অ্যান্ড অ্যা লিটল ম্যালিস' ম-এর অনুবাদগুলোও পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ঐতিহ্য' দুই দশক আগে 'আই শ্যাল নট হিয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল' উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তা সমাদৃত হয়েছে। উপন্যাসটি পুন:মুদ্রিত হচ্ছে তা নতুন প্রজন্মের পাঠকগণ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি খুশবন্ত সিং এর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, ডিসেম্বর ২০২৪

## উপন্যাসের চরিত্র

বুটা সিং—সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট
সাবরাই—বুটা সিংয়ের স্ত্রী
শের সিং—বুটা সিংয়ের পুত্র
চম্পক—শের সিংয়ের স্ত্রী
বীনা—বুটা সিংয়ের কন্যা
মদন লাল—ওয়াজির চাঁদের পুত্র এবং বিখ্যাত ক্রিকেটার
সীতা—ওয়াজির চাঁদের কন্যা ও বীনার বান্ধবী

*

শান্নো—গৃহপরিচারিকা
মাঙ্গু—তেরো বছর বয়সের চাকর ছোকরা
ডায়ার—অ্যালসেশিয়ান কুকুর

*

জন টেইলর—ডেপুটি কমিশনার
জয়েস টেইলর—ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী

*

ঝিম্মা সিং—লম্বরদার (গ্রাম প্রধান) এবং পুলিশের চর।
সময়কাল—১৯৪২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত

# অধ্যায় ১

'প্রাণের বিনিময়ে দীক্ষা প্রয়োজন। আমরা যথেষ্ট চাঁদমারি করেছি।' ত্রিশ গজ দূরে একটি গাছের কাণ্ডে তাদের হাতের নিশানা স্থির করার ছাপ সুস্পষ্ট। গাছের বাকল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং কেন্দ্রে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং হলুদ ক্ষত থেকে আঠা ও রসের মিশ্রণ নির্গত হচ্ছে। গাছের একটি ডালে এক সারি বৈদ্যুতিক বাল্বের ধাতব অংশ ঝুলছে। বাল্বের কাচগুলো টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, দেখে মনে হচ্ছে অভ্রের স্তর। গাছতলায় ছড়িয়ে আছে টিনের ক্যান, ছিদ্রে ভরা কার্ডবোর্ডের টুকরো।

'এ ব্যাপারে তোমার মত কী, নেতাজি?' দলের সবচেয়ে ছোটখাটো যুবকটি রাইফেলের বাঁটে চাপড় দিয়ে বলল। 'আমাদের উচিত বন্দুক দিয়ে রক্তের ফিনকি তুলে দীক্ষা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করা। তাহলে বন্দুকের নিশানা আর ভ্রষ্ট হবে না এবং আমরা যত খুশি ইংরেজকে খুন করতে পারব।'

শের সিং হাসল। সে তার রিভলবার ওপরে ছুড়ে দিয়ে এর হাতলটা আবার ধরল। সার্ডিন মাছের শূন্য ক্যান তাক করে আরো ছয়টি গুলি ছুড়ল। টিনের ক্যান ভেদ করে গুলি মাটিতে বিদ্ধ হওয়ায় ধূলি উত্থিত হলো। অ্যালসেশিয়ান কুকুর ডায়ার উত্তেজনায় ঘেউ ঘেউ করল। এরপর খালের পাড় ধরে দৌড় দিয়ে ক্যানটি শুঁকল এবং পা দিয়ে নাড়া দিল। মুখভাব এমন করল যে এটি মরে গেছে। এরপর সেটি মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে দুপাশে ঝাঁকুনি দিল। দৌড়ে ফিরে এসে তার মনিবের পায়ের কাছে ক্যান রাখল।

'আমরা বেশ দামি গুলিগুলো শুধু শুধু টিনের ক্যান ও গাছের ওপর নষ্ট করছি? ওরা আমাদের কী ক্ষতি করছে?' দলের আরেকজন বলল।

'সে জন্যই তো আমি বলছি যে জীবন নিয়ে আমাদের দীক্ষা লাভ করতে হবে।' ছোটখাটো যুবক আবার তার কথা বলল।

'সময় এলে আমরা সে দীক্ষাও নিতে পারব,' শের সিং বেশ ভারিক্কি সুরে জবাব দিল। 'আঘাত হানার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। কর্তব্যের ডাক যখন আসবে, তখন আর আমাদের খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

'ভাইসব, প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে তারা অস্ত্র ব্যবহারের আগে অস্ত্রের দীক্ষা করিয়ে নিতেন। আমাদের প্রাচীন যোদ্ধারা তাদের তরবারি পাত্রভর্তি ছাগলের রক্তে সিক্ত করে সেটি দুর্গা, কালী, ভবানী অথবা ধ্বংসের যেকোনো দেবীর সামনে স্থাপন করতেন। সেই ঐতিহ্য আমাদেরও তুলে ধরতে হবে।'

শের সিং মনস্থির করতে পারছিল না। সে আগে কখনো কিছু হত্যা করেনি। এমনকি মস্তকহীন মুরগির রক্ত ঝরার দৃশ্যেও সে আতঙ্কে শীতল হয়ে যায়। যে বাবুর্চি মুরগির মাথা বিচ্ছিন্ন করে তার প্রতিও শের সিং তীব্র ঘৃণা পোষণ করে। এ কারণে সে কয়েক মাস পর্যন্ত যেকোনো ধরনের মাংস খাওয়া বর্জন করেছিল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তারা সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের শিখতে হবে কীভাবে জীবন নিতে হয়। এ দীক্ষার প্রয়োজন কঠোর হওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে তাকে অন্যদের চেয়ে অগ্রণী হতে হবে। কারণ, সে তাদের নেতা।

'আমার বন্দুক রীতিমতো তৃষ্ণার্ত,' খর্বকৃতির যুবকটি বলে। 'এ বন্দুক যদি কোনো ইংরেজ বা তাদের চামচার রক্ত পান না করতে পারে, তাহলে অন্তত কোনো প্রাণী বা পাখির রক্ত পান করতেই হবে।'

সাধারণভাবে সম্মতির গুঞ্জন উঠল। শুধু শের সিং অনিচ্ছুক। 'তোমরা নিশ্চয়ই শিয়াল বা কাকের রক্ত মেখে তোমাদের বন্দুক কলঙ্কিত করতে চাও না। বছরের এ সময়ে কী আর পাবে? দুমাস আগে শিকারের মৌসুম শেষ হয়েছে।'

'আমরা বিলের দিকে গেলে অবশ্যই কোনো না কোনো শিকার পাব,' মদন আশ্বস্ত করল। 'হয়তো হরিণ পানি পান করতে আসবে। একটি বা দুটি হাঁস, যেগুলো অন্য কোথাও যায় না।'

শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত হলো। মদন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা তরুণ। বিভিন্ন খেলায় সে পদক পেয়েছে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের পক্ষে ক্রিকেট খেলেছে। ভারত সফরকারী ব্রিটিশ দলের বিরুদ্ধে তার সাফল্য এবং সেঞ্চুরি করার পর ব্যাট লাভ তাকে স্থানীয় বীরে পরিণত করেছে। অন্য যুবকদের সে-ই দলবদ্ধ করেছে। সে তাদের নেতা হতে পারত, কিন্তু রাজনীতির সামান্যই সে জানে এবং শের সিংই সীমান্তের ওপার থেকে রাইফেল ও গ্রেনেড পাচার করে এনেছে, মদন নয়। যদিও শের সিং দলটির নেতৃত্বে রয়েছে এবং মদন তাদের মেরুদণ্ডের মতো। মদন শের সিংয়ের প্রধান সমর্থক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, যার উপস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক এবং একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জের।

'ওকে ব্রাদার, ওকে,' শের সিং ইংরেজিতে বলে উঠে দাঁড়াল। 'আমাদের অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে।'

গুলির শূন্য খোসাগুলো সে মাটি থেকে তুলে পকেটে রাখল। অন্য যুবকেরাও উঠে তাদের কাপড় থেকে ধূলি ঝেড়ে বন্দুকগুলো জিপে তুলল। একজন স্বেচ্ছায় সেখানে রয়ে গেল সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য।

শের সিং তার রাইফেলে গুলি ভরে সঙ্গীদের নিয়ে খালের পাড় দিয়ে বিলের দিকে এগোল। ডায়ার উত্তেজিতভাবে ঘেউ ঘেউ করতে করতে সামনে দৌড়ে যাচ্ছে।

তারা লোনা চত্বরটি পেরিয়ে বিলের প্রান্তে গেল। পানিতে কোনো পাখি নেই। এক পাশে একটি বটগাছের ওপর একঝাঁক সাদা বক বসে আছে। ডানদিকে গাছের মগডালে একটি রাজ শকুনি কালো কাঁধের মাঝে ন্যাড়া লাল মাথা বের করে আছে। গাছের নিচে দীর্ঘ ঠোঁটবিশিষ্ট কাদাখোঁচা পাখি কাদার মধ্যে খাবার খুঁজছে। পাখিগুলো একশ' গজের বেশি দূরে। শের সিং এর লক্ষ্য ভেদ করার আওতার বাইরে।

দলটি সমগ্র পরিবেশ যাচাই করল এবং এত দূর থেকে গুলি করে পাখি শিকারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করল। শকুনি মাথা উঁচু করল এবং বকগুলো বিচলিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো। সহসা তারা একটি সারসের তীক্ষ্ণ কর্কশ ডাক শুনল, পরপরই ভেসে এল তার সঙ্গীর ডাক। সারস দুটি নলখাগড়ার ঝোপে, যার দূরত্ব পঞ্চাশ গজও হবে না। যুবকদল তাদের পাছায় ভর করে বসল এবং কথাবার্তা বন্ধ করল। কয়েক মিনিট ধরে সারসযুগল থেমে থেমে ডাকল। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্যাঙ খুঁজতে। শকুনি ও বকেরা পরিস্থিতি শান্ত দেখে পালকে ঠোঁট গুঁজে চোখ বন্ধ করল। 'দুটোর মধ্যে একটাকে গুলি করো। যেকোনো কালো হরিণের মতো বড় এগুলো।' ছোটখাটো যুবকটি ফিসফিস করে বলল।

'সারস মেরে কী হবে?' শের সিং বলল। 'এগুলো কারো কাজে লাগবে না। তাছাড়া আমি শুনেছি, জোড়ার একটিকে মারা হলে আরেকটি এর দুঃখেই মারা যায়।'

'তুমি যদি পাখিকে গুলি করতে ভয় পাও, তাহলে যখন ইংরেজদের গুলি করার সময় আসবে তখন কিছুই করতে পারবে না,' মদন খোঁচা দিয়ে বলল। 'তখন তুমি বলবে, "বেচারিকে অহেতুক মেরে কী লাভ, তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা কাঁদবে," অথবা "তার মা কষ্ট পাবে।" শের সিংজি, এরই নাম হচ্ছে জীবন নিয়ে দীক্ষা। শেষ করে ফেলার ধারণার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে। তোমার হৃদয়কে দয়া ও করুণার অনুভূতির বিরুদ্ধে ইস্পাতের মতো করে তোলো। ওরা আমাদের দেশের বারোটা বাজাচ্ছে। আমরা খুব বেশি নমনীয়।'

শের সিংকে উত্তেজিত করে তুলতে এইটুকুই যথেষ্ট—বিশেষ করে প্ররোচনা যদি মদনের পক্ষ থেকে আসে। 'আরে না! আমি এত নরম নই।' সে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল। 'তোমরা যদি সারস মারতে চাও, তাহলে সারসই পাবে। ডায়ার, তুই আমার সঙ্গে আয়—ঘেউ ঘেউ করলে আমি তোকেই গুলি করব।'

শের সিং হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে গেল। কুকুরটিও সতর্কভাবে প্রভুকে অনুসরণ করছিল। কয়েক গজ গিয়ে সে থামল এবং বন্দুকের নল দিয়ে সামনের নলখাগড়া ফাঁক করল। একটি সারস তার দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে কাদা খোঁচাতে ব্যস্ত। আরেকটি সকল দিকে মাথা ঘুরিয়ে বিপদমুক্ত থাকার জন্য প্রহরায় নিয়োজিত। শের সিং ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল। আরো কাছে যেতে চায় সে। নিশানা স্থির করার জন্য যথেষ্ট সময় নিতে চায়। অত বড় একটা পাখিকে সে যদি গুলিবিদ্ধ না করতে পারে, তাহলে তার সুনামহানি ঘটবে। কয়েক মিনিট পর সে আবার নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে তাকাল। দুটি সারসই এখন নলখাগড়ার ঝোপ দিয়ে এগোচ্ছে। শের সিং আরো দশ গজ সামনে গেল। তার পেছনে ডায়ার। দম নেওয়ার জন্য সে থামল এবং আরেকবার নল দিয়ে নলখাগড়া সরাল। সারসদের আরেকটি আবার সজাগ দৃষ্টি রাখছে। শের সিং অন্যটির ওপর তাক করছে—আঘাত হানার সহজ অংশ খুঁজছে। শরীরের ভারী পালক ঢাকা অংশ। প্রহরী সারস শের সিংকে দেখে ফেলল। সতর্কতামূলক শব্দ তুলে বিশাল পাখা মেলে উড়াল দিল সেটি। সঙ্গী সারস চোখ তুলল, কিন্তু কোনো দিকে নড়ার আগে শের সিং গুলি ছুড়ল। গুলি সারসের গায়ে বিদ্ধ হলো। একগুচ্ছ পালক আকাশে উড়ে গেল এবং সারস লুটিয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। ডায়ার দৌড়ে সেখানে গেল সারসটি ধরে আনতে। যুবকেরা পেছন থেকে হাততালি দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। শের সিং রাইফেলের সেফটি কেস খুললে গুলির খোসা মাটিতে ছিটকে পড়ল। খোসাটি কুড়িয়ে সে পকেটে রাখল। ব্যারেলে ফুঁ দিতেই আরেক প্রান্তে ধোঁয়া বের হলো। তার মধ্যে অপরাধ ও অহংকারের দ্বন্দ্বময় আবেগ। একটি নিরীহ এবং যেটির মাংস খাওয়া যায় না এমন পাখিকে সে হত্যা করেছে। কিন্তু এটা জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রে তার প্রথম উদ্যোগ এবং যা পালাক্রমে হাতে মিলল। তার অনুতাপের অনুভূতি সাময়িকভাবে কেটে গেল।

সারসটি গুলিতে একেবারে মরে যায়নি। পাখা ঝাপটিয়ে রক্তের প্রবাহ থেকে সরে কয়েক ফুট এগিয়ে গেছে এবং লম্বা শক্তিশালী ঠোঁট দিয়ে প্রাণপণ

মাটি আঁকড়ে ধরে চেষ্টা করছে আরো দূরে সরে যেতে। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করলেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে। অপর সারসটি ফিরে এসে মাথার ওপর দিয়ে চক্কর কাটছে আর ভয়ানকভাবে চিৎকার করছে। কুকুরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নিচু হয়ে ছোঁ মারতে চেষ্টা করছে।

'লিডার, জোড়ার অন্যটিকেও মুক্তি দিয়ে দাও। ওরা একসঙ্গে স্বর্গ অথবা নরকে যাক।'

'উড়ন্ত বস্তুর প্রতি তোমার নিশানা কতটুকু সেটাও পরীক্ষা হয়ে যাক।' মদন যোগ করে। এই যুক্তি শের সিংয়ের মনকে আলোড়িত করে। সারসের বেদনাহত চিৎকার প্রায় মানবিক। সে যদি এটিকে নীরব করতে না পারে, তাহলে দীর্ঘদিন এই স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরবে। জোড়ার দুটিই যদি মারা যায়, তাহলে হয়তো মৃত্যুর পর সারসেরা যেখানে যায়, সেখানে একসঙ্গে যেতে পারবে। শের সিং রাইফেলের ম্যাগাজিন বের করে ছয়টি গুলি ভরে। সারসের গতির দিকে সে রাইফেলের নল তাক করে এবং সারসটি যখন ঠিক তার মাথার ওপরে, তখন গুলি করে। গুলি সারসের একটি ডানা ভেদ করে যাওয়ায় সেটির গতি এলোমেলো হয়ে যায় এবং গুলিবিদ্ধ স্থান থেকে কিছু পালক খসে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। শের সিং দ্বিতীয় গুলি ছোড়ে, এরপর তৃতীয় এবং চতুর্থ গুলি। ম্যাগাজিনের সবকটি গুলি সে শেষ করে ফেলে। বিলের ওপর ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে আহত সারস। পরপর গুলির শব্দে তার কণ্ঠেও বিচলিতভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শের সিং আরেকবার রাইফেলের নল খুলে ফুঁ দেয়।

উত্তেজনার বশে সে গুলির খোসাগুলো তুলে নিতে ভুলে যায়।

'ওটির সময় এখনো আসেনি,' মদন সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে। 'এটিকে বরং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া যাক।'

একবার রক্তের খেলায় মেতে ওঠে শের সিং। সে তার কাজের মাঝরাস্তায় থামতে পারে না। আহত সারসের কাছে এগিয়ে ডান পা দিয়ে সেটির গলা চেপে ধরে। সারস প্রবলভাবে পা নাড়াতে শুরু করে এবং দম নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে। ঠোঁট হাঁ হয়ে সারসের দীর্ঘ সরু জিহ্বা দেখা যাচ্ছিল। শের সিং তার রিভলবার বের করে সারসের শরীরে পর পর দুটি গুলি করে। পাখির গলায় ঘড় ঘড় শব্দ থেমে যায়। বাতাসে পায়ের থাবা যুক্ত করে এবং ধীরে ধীরে প্রার্থনার ভঙ্গিতে পায়ের কম্পন থেমে যায়। ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে এবং ছোট ছোট কালো চোখ ঢেকে যায় পাতলা পর্দায়।

'এটির জীবন শেষ। এটি জিপের কাছে নিয়ে এর রক্তে আমাদের অস্ত্রগুলোর দীক্ষা দিই।'

যুবকদের দুজন সারসটিকে দুপাখায় ধরে নলখাগড়ার ঝোপ থেকে তুলে আনে। ডায়ার মৃত পাখির দুপায়ের মাঝে ঝুলে থাকা মাথা শুঁকে সবাইকে ঘিরে দৌড়াতে দৌড়াতে উন্মত্তের মতো ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। শের সিং তার শিকার দেখল এবং তার গলায় একটি পিণ্ড আটকে আছে বলে অনুভব করল। তার সঙ্গীদের পিঠ চাপড়ানো ও উল্লাসধ্বনির কোনো সাড়া দেয় না সে।

বিলের প্রান্ত থেকে উঠে আসার আগেই মৃত সারসের সঙ্গী সারসটি আবার ফিরে এসে তাদের ওপর দিয়ে চক্কর কাটতে থাকে। তারা দেখল সারসটি অনেক ওপরে। গভীর নীল আকাশে অস্তমান সূর্যের আলো তার ওপর পড়েছে। সারসের তীক্ষ্ণ ডাক গোধূলির নীরবতাকে বিদীর্ণ করছে। উড়ন্ত পাখিটিকে আবার নিশানা করার জন্য সঙ্গীদের অনুরোধ এবার গ্রাহ্য করল না শের সিং। তাছাড়া পাখিটি অনেক উঁচুতে। দিনের আলো দ্রুত সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। তারা যখন খালের পাড়ে পৌঁছাল, তখন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। সারসটি এখন নিচু হয়ে উড়ছে এবং তারা এখন প্রায় তাদের মাথার ওপর দীর্ঘ পা-সহ এর ধূসর অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। তারা শব্দ করে পাখিটিকে তাড়িয়ে দিল। আবার ফিরে আসার জন্য পাখিটি অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বারবার এভাবে সে ফিরে আসছিল। পাখিটির কান্না তাদের বলে দিচ্ছে যে, সে তার মৃত সঙ্গীকে উদ্ধারের চেষ্টা চেষ্টা করছে। শের সিং যত দ্রুত সম্ভব জিপ চালিয়ে জায়গাটি থেকে কেটে পড়তে চায়। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না।

তারা যখন জিপের কাছে পৌঁছল, তখন দেখতে পেল, যে যুবকটিকে তারা সেখানে রেখে গিয়েছিল, তার সঙ্গে এক শিখ কৃষক কথা বলছে। সে নিশ্চিতই তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। যুবকেরা তাদের সঙ্গে যা এনেছে, লোকটি তা দেখে মাটিতে থুতু ফেলল : 'সরদারজি, কী কারণে আপনাদের এই বেচারি নিরীহ জীবটির জীবন নিতে হলো? এটা কি কেউ খায়?' সে শের সিংকে লক্ষ্য করেই বলছিল কথাগুলো, কারণ, কেবল তার হাতেই রাইফেল ছিল।

'ও সরদার, এসব বিষয়ে তুমি কী জানবে? নিজের পথ দেখো,' সারসের পাখনা ধরে রাখা যুবকদের একজন বলল।

কৃষক আবার মাটিতে থুতু ফেলল। যে যুবকটি তাকে লক্ষ্য করে কঠোরভাবে কথা বলছে, থুতু তার পায়ের কাছেই পড়েছে। 'দুমাস আগে শিকারের মৌসুম শেষ হয়েছে, আর এখনো তোমরা পাখি মেরে বেড়াচ্ছ। তোমাদের কাছে কি লাইসেন্স আছে?' সে জানতে চাইল।

'এই ব্যাটা, তুই নিজেকে কী মনে করছিস?'

কৃষক উঠে দাঁড়াল। লোকটি দীর্ঘ, উচ্চতা ছয় ফুটের ওপরে। সুগঠিত এবং গায়ে অনেক লোম। এলোমেলো করে বাঁধা পাগড়ির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে তার দীর্ঘ চুল। ঘনকালো দাড়ি বুকের অধিকাংশ ঢেকে আছে। তার হাতে একটি বাঁশের লাঠি, যার দুপ্রান্তে লোহার পাত দিয়ে বাঁধাই করা।

'চুপ করো,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গীদের থামিয়ে দিল শের সিং। এরপর শান্তভাবে কৃষকের দিকে ফিরল। 'এ ধরনের পাখির জন্য শিকারের কোনো মৌসুম চালু বা বন্ধের ব্যাপার নেই। এটা তো শুধু খেলা।'

'তবু আপনার বন্দুকের তো লাইসেন্স লাগবে,' কৃষক গুরুত্ব দিয়ে বলল। 'আমি বিলের ওপারের গ্রামের লম্বরদার। আমি গুলির শব্দ শুনেছি। মেশিন গানের গুলির মতো মনে হয়েছে। আপনাদের সব আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেখাতে হবে আমাকে।'

'একটিমাত্র বন্দুক আছে,' শের সিং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল। 'আমি আপনাকে আমার লাইসেন্স দেখাচ্ছি।'

সে পকেট থেকে তার পিতার শটগানের লাইসেন্স বের করে সেটির সঙ্গে পাঁচ রুপির একটি নোট গুঁজে দিয়ে শিখ কৃষকের কাঁধের ওপর একটি হাত রেখে নিজের পাশে দাঁড় করাল। 'শান্ত হোন, লম্বরদার সাহেব। বিনা কারণে আপনি রাগ করছেন। আপনি লাইসেন্স এবং যা খুশি তা-ই দেখতে পারেন।' মদন ভাবল, এ তৎপরতায় তারও যোগ দেওয়া প্রয়োজন। শের সিং লাইসেন্স সরদারের হাতে দেওয়ার আগেই সে বলল, 'সরদারজি, আপনি কি জানেন, কার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন? উনি হচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সরদার বুটা সিংয়ের পুত্র শের সিং। আশা করি আপনি সরদার বুটা সিংয়ের নাম শুনেছেন।'

লম্বরদার শের সিংয়ের দিকে ফিরল। একমুহূর্ত শের সিংকে দেখে তার হাত নিজের হাতে তুলে নিল। তার মুখের হাসি প্রশস্ত ও বন্ধুসুলভ হলো। 'সরদার বুটা সিংকে জানে না এমন কে আছে?' সে বলল। 'কিন্তু কীভাবে আমি ওনাকে চিনব! আমাকে মাফ করে দিন, সরদার সাহেব।'

'তা কেমন করে হয়,' শের সিং উত্তর দিল। 'আমারা যে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, সেজন্য আপনি আমাদের মাফ করুন! আপনি একজন লম্বরদার। আমাদের উচিত আপনাকে সম্মান করা।'

'আমি আপনার গোলাম,' শিখ কৃষক শের সিংয়ের হাঁটু স্পর্শ করে বলল। 'আমি আপনার গোলামের গোলাম। তাহলে আপনাকে অবশ্যই আমার গরিবখানায় এসে পানি পান করে যেতে হবে, অথবা অন্যকিছু।'

'আপনার অশেষ মেহেরবানি। আমরা আরেকদিন আসব। আমার লাইসেন্স দেখুন, আর এটা আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য।'

'না না, সরদার সাহেব,' সরদার প্রতিবাদ করল। 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমার টাকাপয়সার অভাব নেই। গুরুর দয়ায় আমি খুব সুখে আছি। আমার কেবল আপনার কৃপা প্রয়োজন। আপনি ঝিম্মা সিংয়ের ঘরে পা রাখলে আমার আর কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই। আপনার গোলামের নাম ঝিম্মা সিং।'

তারা সকলে সমবেত হয়েছে। লম্বরদারের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 'বাবুজি,' সে সবাইকে সম্বোধন করে বলল, 'আপনারা যদি শিকার করতে চান, তাহলে কেবল আমাকে বলবেন। আমি আপনাদের জন্য শিকারের আয়োজন করব। গ্রামের লোকদের ঠিক করব, তারা মাঠ দিয়ে দাবড়িয়ে আনবে, আর আপনারা প্রাণভরে গুলি করবেন। তিতির, খরগোশ, হরিণ, বুনো শূকর—যেকোনো প্রাণী।'

'শিকারের মৌসুম যখন শুরু হবে, তখন আপনাকে অবশ্যই বলব,' মদন তাকে বলল।

'এখন আপনারা আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। একজন লম্বরদার হিসেবে আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। সরদার বুটা সিং এই জেলার রাজা। তার পুত্রকে কে বলতে সাহস করবে যে কখন তিনি শিকার করতে পারবেন, আর কখন পারবেন না? তাই নয় কি, বাবুজি... বাবুজি... আমাদের বাবুজির নামটা যেন কী?'

মদন উত্তর দেওয়ার আগে শের সিং বলল, 'ওনার নাম নাসির আলী। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন।'

যুবকেরা এ খেলায় বেশ মজা পেল এবং তার কাছে প্রত্যেকে নকল নামে পরিচয় দিল। লম্বরদার সবার সঙ্গে হাত মেলাল। 'আমি আপনাদের নাম দিয়ে কী করব? আপনারা সবাই সরদার শের সিংয়ের বন্ধু, এটাই তো আমার জন্য যথেষ্ট।' সে পরিচিত হাসি দিয়ে বলল।

'আপনি যদি আমাদের অনুমতি দেন,' শিখ সরদারের হাত ধরে মদন বলল, 'বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, রাত নয়টার মধ্যে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে রিপোর্ট করতে হবে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, ক্যাপ্টেন সাহেব। আপনাদের দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে মাফ করবেন। এরপর আপনারা যখন আবার আসবেন, তখন আমাকে অবশ্যই জানাবেন, আপনাদের সেই ওয়াদা করতে হবে।'

তারা সবাই ওয়াদা করে তাদের সেরা বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ না করেই তারা মৃত সারসটিকে খালের পানিতে ছুড়ে দিল এবং বাড়ির পথে ফিরে চলল।

তখনো যে শের সিং বিচলিত, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। একজন তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল। 'অল্পে অল্পে বাঁচা গেছে,' তার কণ্ঠে পরিতৃপ্তির ছাপ। 'গ্রামের এই সরদারদের সম্পর্কে তোমরা জানো? প্রত্যেকে পুলিশের চর। পুলিশকে খুশি করার জন্য এরা এমনকি নিজের বাপের বিরুদ্ধে তথ্য দেয়। লিডার, মদনের নামটা ব্যাটাকে জানতে না দিয়ে তুমি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। কী বলো?'

'খুব বুদ্ধিমানের কাজ। দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি,' সবাই একমত হলো।

'কিন্তু সে আমার নামটা জেনেছে,' শের সিং গম্ভীর কণ্ঠে বলল। মদন ভাবল এ ব্যাপারে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। 'আমি যদি তোমার বাবার নাম না বলতাম, তাহলে সে আমাদের ছেড়ে দিত না। তোমার বিরুদ্ধে বা অন্য কারো বিরুদ্ধে এখন সে একটি কথাও বলতে সাহস করবে না, আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি। আমি ওর মতো লোকদের জানি। সে হয়তো তোমার বাড়িতে তৈরি ঘিয়ের টিন অথবা খেতের কোনো ফসল নিয়ে হাজির হবে। তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

খালের রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে তারা দেখতে পেল রাস্তাটি একটি গেট দিয়ে বন্ধ করা। অর্থাৎ গেটের পর থেকে এ রাস্তা আর সাধারণ যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত নয়। গেটম্যান জিপের আওয়াজ শুনে তার কুঁড়েঘর থেকে লগ বই হাতে বের হলো। শের সিং তার হাত থেকে সেটি নিয়ে নাম লিখল, গাড়ির নম্বর বসিয়ে গেটম্যানের হাতে ফিরিয়ে দিল। গেটম্যান লগ বই নিয়ে হেডলাইটের আলোতে লেখাগুলো দেখে জিপের নেমপ্লেটের দিকে তাকাল এবং ফিরে এসে নমনীয় সুরে দৃঢ়তার সাথে বলল, 'সরদার সাহেব, আমি ইংরেজি জানি না, কিন্তু আমি তো মূর্খ নই। আপনি এই জিপের নম্বর লেখেননি। আমাকে ক্যানাল অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।'

'এটা ওর গাড়ি নয়, আমার,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মদন। 'সে গাড়ির নম্বর জানে না। তুমি সঠিক নম্বরটি লিখে যাকে খুশি জানাতে পারো। তাদের বলো যে, এটা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজির চাঁদের গাড়ি এবং গাড়ি চালাচ্ছিল তার ছেলে মদনলাল। এখন গেট খোলো।'

কর্তৃত্বের সুর গেটম্যানকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হলো না। সে আর কথা না বাড়িয়ে গেটের কাছে গিয়ে তালা খুলল। জিপ গেট পেরিয়ে চলে যাওয়ার সময় সালাম দিল।

মদন তার আগের হঠকারিতার কারণে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে সবাই সন্তুষ্ট। এমনকি শের সিং তার ক্ষোভের কারণে মনে মনে নিজেকে একটু হীন ভাবে। 'পুলিশের চর অথবা খালের গেটম্যানদের নিয়ে যদি আমাদের এত চিন্তা করতে হয়, তাহলে আমরা আমাদের পরিকল্পনামাফিক খুব বেশি অগ্রসর হতে পারব না। ওরা নরকে যাক। এই কৃমিকীটেরা বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না,' সে ঘোষণা করল।

'সত্যিই তাই,' মদন যোগ করল। 'আর কে-বা এতটুকু জানতে পেরেছে। তোমার একটি বন্দুক আছে। অবশ্যই আছে—এবং সে বন্দুকের লাইসেন্সও আছে। তোমার বাবার জিপ খালের রাস্তা ব্যবহার করেছে। এই তো?'

শের সিং যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করল। তার ভয়গুলো যথার্থই কাল্পনিক। সে জিপ থামাল। 'আমার কাছে অনেক চা ছিল,' সে বলল। 'অবশিষ্টাংশ লম্বরদার ও গেটম্যানের উদ্দেশে উৎসর্গ করব।'

তারা হাসিতে ফেটে পড়ল এবং জিপ থেকে লাফিয়ে নামল। শূন্য রাস্তার পাশে দাঁড়াল সবাই। একজন প্রস্রাব করতে করতে বলল, 'লম্বরদারের ওপর।'

একজন বলল 'লম্বরদার, সব গুপ্তচর এবং ইংরেজদের ওপর,' আরেকজন উচ্চারণ করল। 'না,' বেঁটে যুবকটি বলল। 'আমারটা ইংরেজদের মেমসাহেবদের ওপর।' তারা আরো জোরে জোরে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাসল।

'চুপ করো,' শের সিং নির্দেশ দিল, 'শোনো।'

হাসি থামল এবং তারা শুনল। জিপের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে তারা সারসের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেল। তারকাপূর্ণ কালো আকাশের দিকে তাকাল তারা। রাস্তার যেদিক থেকে তারা এসেছে, সেদিক থেকে একটা বিরাট অবয়ব উড়ে আসছে। কয়েকবার জিপের ওপর দিয়ে চক্কর কেটে সামনে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর সামনে নামল সেটি। সারস তার সঙ্গীকে খুঁজছে।

'সারস সারাটি পথ আমাদের অনুসরণ করছে। সে ভেবেছে আমরা তার সঙ্গীকে জিপে তুলে এনেছি,' বেঁটে যুবকটি বলল। এমনকি সে-ও আর বলতে পারছে না যে এ পাখিটিকেও শের সিংয়ের হত্যা করা উচিত। 'ভাই সারস,' সে সারসকে সম্বোধন করে বলল। 'তোমার প্রিয় সঙ্গী স্বর্গে চলে গেছে। তুমি কেঁদো না। যাও এবং আরেকটি বউ খুঁজে নাও।'

কোনোরূপ ভয় প্রকাশ না করেই সারস তার দিকে ফিরল। বিশাল ডানা বিস্তার করে তাকে আঘাত করল। যুবক দৌড়ে জিপের পাশে দাঁড়াল। ডায়ার

ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছে। ক্রুদ্ধ পাখিটিকে আক্রমণ করার সাহস তার নেই। অন্য যুবকেরাও একযোগে চিৎকার শুরু করায় সারস পিছু হটল। কিন্তু সারাক্ষণ সে ডাকছিল তীক্ষ্ণভাবে।

যুবকেরা জিপে উঠল। শের সিং যত জোরে সম্ভব একসিলেটর চেপে ধরল। তারা তখনো তাদের ওপরে সারসের ডাক শুনতে পাচ্ছে, যদিও তারা শহরমুখী যানবাহনের ভিড়ে মিশে গেছে।

সঙ্গীদের প্রধান বাজারের কাছে এবং মদনকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে শের সিং বাড়ি ফিরে এল। বাড়ির পেছনের অংশে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার-সংলগ্ন গ্যারেজে জিপটি রাখল। রাইফেল এবং গ্রেনেডভর্তি বাক্সটি তালাবদ্ধ করে গ্যারেজের কেন্দ্রস্থলের গর্তে রাখল। এ গর্তটিতে বসে মেকানিক গাড়ির নিচের অংশের ত্রুটি সারাল। বাক্সের ওপর গ্রিজ লাগানো ন্যাকড়া ও যন্ত্রপাতি রাখল। পিতার শটগান তুলে নিয়ে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করল। এরপর কয়েক মুহূর্ত দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল স্ত্রী ও বাবা-মায়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে। সম্পূর্ণ অবচেতনভাবে সে আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকারে সারসের ওড়া এবং তার কান্না তার মনে ফিরে এসেছে। এরপর সে পাখিটির পা আছড়ানো, কান বধির করা পিস্তলের গুলির শব্দ শুনছে এবং সবশেষে প্রাচীন ইংলিশ রাজাদের সমাধির প্রতিকৃতির মতো প্রার্থনার ভঙ্গিতে পা স্থির করে রাখার দৃশ্য ভাসছে তার চোখে। মদন এবং অন্য যুবকেরা এখন তার সঙ্গে নেই। আশ্বাসের কোনো বোধ নেই। তার মনে আবার সন্দেহ জেগে উঠতে লাগল। লম্বরদার কি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে এবং পুলিশ ডেপুটি কমিশনারের কাছে? মি. টেইলর তার পিতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং জেলার অন্য যেকোনো দেশীয় অফিসারের চেয়ে তাকে বেশি বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। তার পিতার সুদীর্ঘ কর্মজীবন এবং যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষকে সহায়তার কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভের যে আশা করেছেন, সে সম্ভাবনা আর থাকবে না। আর বুটা সিংও যদি জানতে পারেন যে, যুদ্ধের কাজের জন্য সরকার তাকে যে জিপটি দিয়েছে, তার পুত্র সেই জিপের অপব্যবহার করেছে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ এবং তার মতো ও মি. টেইলরের মতো লোকদের হত্যার কাজে, তাহলে তিনি কী ভাববেন?

অদ্ভুত ব্যাপার, শের সিং ভাবল, এ উদ্যোগ সাধনের আগে সে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেনি। কোনোভাবে তার বিশ্বাস হয়েছে, যেকোনো অবস্থায় সে দুটি পরিস্থিতিতে ভালো থাকা সম্ভব হবে। প্রথমত, তার পিতা একজন সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার কারণে নিরাপত্তা পাবেন এবং দ্বিতীয়ত,